01 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

পর্যবেক্ষক নিয়োগ হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

জঙ্গিবাদের প্রমাণ পেলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

যুগান্তর রিপোর্ট

অনিয়ম-দুর্নীতি এবং জঙ্গিবাদ ঠেকাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজে (বিওটি) 'পর্যবেক্ষক' নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করে বলেন, এ লক্ষ্যে ২০১০ সালের বেসরকারি আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সমস্যাপূর্ণ কোনো ব্যাংকে প্রয়োজন মনে করলে বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে পারে, ইউজিসির এই প্রস্তাবনাটিও তদ্রূপ।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, জঙ্গিবাদের দায়ে বিওটি ভেঙে দেয়ার কোনো ক্ষমতা ইউজিসির নেই। এটা কেবল সরকার ভাঙতে পারে। তবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিওটির স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

পর্যবেক্ষক নিয়োগ হবে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিওটিতে পর্যবেক্ষক বসানোর ব্যাপারে সংশোধিত আইনে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিকালে ইউজিসি চেয়ারম্যান মুঠোফোনে এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, কেবল জঙ্গি নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক, প্রশাসনিক, একাডেমিক, ভর্তি ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি হলে পর্যবেক্ষক তা দেখবেন। আমরা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করব না। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রস' (বড় ধরনের) অনিয়ম হলে এবং ইউজিসি মনে করলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে। এ বিষয়ে প্রস্তাব রেখেছি। আইন পাস হলে উল্লিখিত পন্থায় বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, এই পর্যবেক্ষক কেবল ইউজিসির ভেতরের থেকে নয়। প্রয়োজনে বাইরের কাউকে নিয়োগ করা হবে। দুপুরে ইউজিসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান। সংস্থাটির পূর্ণকালীন সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন, ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা, ড. দিল আফরোজা বেগম, ড. এম. শাহ নওয়াজ আলি এবং ইউজিসির সচিব ড. মো. খালেদ উপস্থিত ছিলেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গি কার্যক্রমের অভিযোগ তদারক করতে ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের বরাত দিয়ে বলেন, জঙ্গিবাদের সমস্যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কোনো কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও কম নয়। ৪টি সরকারি ও ৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিষয়ে জঙ্গিবাদের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩ জন জঙ্গি আছে। তার মধ্যে সরকারি চারটিতে ১৮ জন এবং বেসরকারি ৫টিতে ১৫ জন আছে। হিজবুত তাহরিরের প্রধান মহিউদ্দিন আহমেদ ও গোলাম মাওলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে জানান ইউজিসির চেয়ারম্যান। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে না। আইনের ব্যত্যয় ঘটলে অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেয়া ইউজিসির কর্তব্য। কোনো সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত থাকলে তাদের বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের নয়।

অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন যেহেতু জঙ্গিবাদ একটা সমস্যা, এটি নিয়ে আর লুকোচুরির ব্যাপার নেই। আর্থিক ও একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি এ ধরনের (জঙ্গিবাদ) বিষয়ের জন্য একটি সেল গঠন করতে পারি, সেটা চিন্তা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জঙ্গিবাদের তথ্য বের করার মেকানিজম নেই। কোনো সেল বা বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ ইউজিসিতে নেই। আইনে এটা আমাদের কাজও না। এজন্য ইউজিসি আইন ঢেলে সাজানোর জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৮৪টি চালু হয়েছে। বাকিগুলো অনুমোদন পেলেও চালু হয়নি।